بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.) - এর জীবনচরিতের ধারাবাহিকতায় গযওয়ায়ে 'যী কারদ'-এর অবশিষ্ট ঘটনা, সারিয়্যা আবান বিন সাঈদ এবং গযওয়াযে খায়বারের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৩১ জানুয়ারী, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত খুতবায় **গযওয়ায়ে যী কার্‌দ**-এর উল্লেখ করা হয়েছিল। মহানবী (সা.) এ যুদ্ধাভিযানে যাত্রার পূর্বে কয়েকজন সাহাবীকে অগ্রে প্রেরণ করেছিলেন, এবং তিনি (সা.) পরে তাদের পেছনে নিজের সেনা নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও লেখা হয়েছে যে, যখন মহানবী (সা.) এবং সাহাবীরা শত্রুদের শিবিরের কাছাকাছি পৌঁছলেন, শত্রুদের বাহিনী তাদের দেখে পালিয়ে গেল। যখন মুসলমানরা শত্রুর শিবিরে পৌঁছলেন, দেখেন যে, আবু কাতাদা (রা.)-এর ঘোড়া রগ কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। একজন সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আবু কাতাদা (রা.) এর ঘোড়ার পায়ের রগ কাটা হয়েছে।' মহানবী (সা.) তার কাছে দাঁড়িয়ে দু'বার বললেন, 'তোমার ভাল হোক! যুদ্ধে তুমি কত শত্রুর মুখোমুখি হয়েছ!' এরপর মহানবী (সা.) এবং সাহাবীরা এগিয়ে চললেন, এমনকি সেই জায়গায় পৌঁছলেন যেখানে আবু কাতাদা (রা.) এবং মাসআদাহ লড়াই করেছিলেন (যা গত খুতবায় বর্ণিত হয়েছিল)। তারা মনে করলেন আবু কাতাদা (রা.) চাদরে আবৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। একজন সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মনে হচ্ছে আবু কাতাদা (রা.) শহীদ হয়ে গেছেন।' তিনি (সা.) বললেন, "আল্লাহ্ আবু কাতাদার প্রতি দয়া করুন। সেই সত্তার কসম! যিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন, আবু কাতাদা তো শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করেছে আর সে রণসঙ্গীত গাইছে।"

এরপর হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) সম্মুখে এগিয়ে চাদর সরালে দেখেন, মাসআদা মৃত

অবস্থায় সেখানে পড়ে আছে। এরপর তারা সমস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করেন। এর কিছুক্ষণ পর আবু কাতাদা (রা.) উট হাঁকিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন।

মহানবী (সা.) আবু কাতাদা (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি সফলতা লাভ করেছ। আবু কাতাদা আশ্বারোহীদের নেতা। আল্লাহ্ তোমাকে কল্যাণমণ্ডিত করুন। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, তোমার বংশধরকেও কল্যাণমণ্ডিত করুন। এরপর তিনি (সা.) আবু কাতাদা (রা.)-এর চেহারায় ক্ষত দেখে জিজ্ঞেস করেন, তোমার চেহারায় এটি কিসের ক্ষত? তিনি বলেন, তির বিদ্ধ হয়েছিল কিন্তু আমি তো তির বের করে ফেলেছি; অথচ তখনও তিরের ফলা ভেতরে আটকে ছিল। মহানবী (সা.) কোমলতার সাথে সেই তিরের ফলা টেনে বের করেন, ক্ষতস্থানে তাঁর পবিত্র মুখের লালা লাগিয়ে দেন এবং সেখানে স্বীয় হাত বুলিয়ে দেন। আবু কাতাদা (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যিনি তাঁকে নবুয়্যত দান করেছেন, আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি কখনো আহতই হইনি। আরেক বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) আবু কাতাদা (রা.)-কে দেখে বলেন, তোমার চেহারা রক্ষা পেয়েছে। আবু কাতাদা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার চেহারা রক্ষা পেয়েছে। এরপর ৭০ বছর বয়সে যখন তিনি ইন্তেকাল করেন তখনও তার চেহারা দেখে ১৫ বছর বয়স্কই মনে হতো।

মহানবী (সা.) এর যী কার্‌দ- এ পৌঁছনোর বিষয়ে হযরত সালমা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) এশার নামাযের সময় পৌঁছে একটি ঝর্ণার কাছে শিবির স্থাপন করেন, যেখানে আমি শত্রুদের বাধা দিয়ে রেখেছিলাম। তিনি (সা.) উটনীগুলো এবং শত্রুদের কাছ থেকে পাওয়া সকল সম্পদ গ্রহণ করেন। হযরত বেলাল (রা.) একটি উট জবাই করেন এবং মহানবী (সা.)-এর জন্য এর কলিজা ও কুজের অংশ ভুনা করে খাওয়ার জন্য উপস্থাপন করেন। এছাড়া হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) খেজুর বোঝাই ১০টি উট প্রেরণ করেন যা মহানবী (সা.) যী কার্‌দ নামক স্থানে লাভ করেছিলেন।

হযরত সালামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, আমি শত্রুদেরকে পানি দ্বারা আটকে রেখেছিলাম, তাই তারা তৃষ্ণার্ত ছিল। আপনি আমার সাথে ১০০জন সৈন্য দিন যেন আমি তাদের প্রত্যেককে ধরাশায়ী করতে পারি। তিনি (সা.) হাসেন এবং আগুনের রশ্মিতে তাঁর পবিত্র দাঁতগুলি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। তিনি বললেন, 'সালমা! তুমি কি এমনটা করতে পারবে?' আমি বললাম, 'আপনার মর্যাদার কসম! হ্যাঁ আমি পারব।' তিনি বললেন, مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ অর্থাৎ, 'তুমি যদি তাদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করো তাহলে তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন কোরো এবং কঠোর হয়ো না।' এটি আরবের একটি প্রবাদ যে সর্বোত্তম ক্ষমা হল নম্রতা অবলম্বন করা এবং অত্যাধিক কঠোরতা পরিহার করা।

এ যুদ্ধাভিযানের জন্য মহানবী (সা.) বুধবার সকালে মদীনা থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং শত্রুদের সংবাদ পাওয়ার উদ্দেশ্যে ১ রাত ১ দিন যী কার্‌দ- এ অবস্থান করেন আর পরের সোমবার, অর্থাৎ ৫দিন বাইরে অবস্থান করার পর মদীনায় ফিরে আসেন।

হুযূর (আই.) এরপর বলেন, আরও একটি সারিয়্যার উল্লেখ করব। যা **সারিয়্যা হযরত আবান বিন সাঈদ** নামে পরিচিত। এই অভিযানটি নজদ অভিমুখে হয়েছিল। এই সারিয়্যার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, এটি ৭ম হিজরীর মহর্‌রম মাসে সংঘটিত হয়েছিল। বদরের যুদ্ধে আবান কাফিরদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিল আর হযরত উসমান (রা.)-কে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আশ্রয় দিয়েছিল। পরবর্তীতে আমর এবং খালেদ আবিসিনিয়া থেকে ফেরত এসে আবানকে সংবাদ দেন। এভাবে তিনজন একসাথে খায়বারের দিনগুলোতে

মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এবং আবান ইসলাম গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপট হলো, মহানবী (সা.) খায়বার অভিমুখে যাত্রার পূর্বে হযরত আবান (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি দলকে নজদ অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই সেনাদল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, মহানবী (সা.)-এর অনুপস্থিতিতে মদীনাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করা। মহানবী (সা.)-এর খায়বার জয়লাভ করার পর হযরত আবান (রা.) এবং তার সাথিরা নবী করীম (সা.)-এর সাথে খায়বারে মিলিত হন। তিনি (সা.) তাদেরকে খায়বারের মালে গণিমতের অংশ দেন নি, কেননা তারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি।

আর একটি বিখ্যাত গযওয়া (সামরিক অভিযান)-এর উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়, যেটি **গযওয়ায়ে খায়বার** নামে পরিচিত। খায়বার এক বিস্তৃত সবুজ শ্যামল, ঝরনাবহুল এবং আরবের সবচেয়ে বড়ো বাগানসম্বলিত অঞ্চল এবং আরব উপদ্বীপে খেজুরের সবচেয়ে বড়ো বাগান হিসেবে পরিচিত। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুসারে, হযরত মূসা (আ.) এর সময় থেকেই এখানে বনি ইসরাঈলদের ইহুদি সম্প্রদায় বসবাস করেছিল, এবং কিছু অন্যান্য বর্ণনা রয়েছে, যার মাধ্যমে জানা যায় যে, খাইবারে প্রাচীনকাল থেকেই বড় বড় দুর্গ তৈরি করে ইহুদি সম্প্রদায় বসবাস করছিল। ইহুদি ভাষায় 'খাইবার' শব্দটির অর্থ দুর্গ।

মদীনার কিছু ইহুদিরা এখানে বসবাস করলেও, খাইবারের ইহুদিদের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল-এই ইহুদিরা অন্যান্য সকল ইহুদিদের তুলনায় সাহসিকতা এবং যুদ্ধে অবিচল থাকার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল এবং তাদের মধ্যে একতার পরিমাণও অনেক বেশি ছিল, যার ফলে তারা আরবের এই অঞ্চলে একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। মদীনা বা খাইবারের ইহুদিরা, মহানবী (সা.) এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণা তীব্রভাবে বেড়ে গিয়েছিল। ঘৃণা এবং শত্রুতা বৃদ্ধি পেতে পেতে, এই জাতি ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করতে কসুর করেনি।

মদীনা থেকে উৎখাত হওয়ার পর মদীনার কিছু ইহুদি খাইবারে চলে এসেছিল, তবে খাইবার, যা পূর্বেই একটি বিশাল সামরিক শক্তি ছিল, এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই ছিল সেই বিশেষ প্রেক্ষাপট, যার মধ্যে মহানবী (সা.) ঐশী নির্দেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে খাইবারের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মৌলিকভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধি অনেক বড় একটি বিজয় ছিল। কুরআন করিম এই সন্ধিকে একটি মহান বিজয় বলে উল্লেখ করেছে যেমনটা আল্লাহ্ বলেছেন,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, নিশ্চয় আমরা তোমাকে একটি প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি, এবং প্রকাশ্য বিজয়ের এটি ছিল সেই দ্বার যার মাধ্যমে খায়বার এবং মক্কার মহান বিজয় অর্জিত হয়েছিল। যেমনটি সূরা ফাতাহ্তে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে আর প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্ তাআলা তখনই খাইবারের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যখন হুদায়বিয়া চুক্তি থেকে ফিরে আসার পর সূরা ফাতাহ্ মক্কা ও মদীনার মধ্যে নাযিল হয়েছিল। মহানবী (সা.) খায়বার অভিমুখে যাত্রার সময় ঘোষণা করেন, এ যুদ্ধাভিযানে শুধু তারাই যাবে যারা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেছিল। আরেক বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) বলেন, যারা মালে গণিমতের জন্য বের হতে চায় তারা যেন আমার সাথে না যায়, যারা জিহাদের প্রতি আগ্রহ রাখে কেবল তারাই আমার সাথে যাবে।'

ইবনে ইসহাক ও ইবনে সা'দ বলেন, এ যুদ্ধে সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর পূর্বে ছোট ছোট পতাকা বহন করা হতো। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত খাব্বাব বিন মুনযের এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর হাতে পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর পতাকা ছিল কালো রঙয়ের যা হযরত আয়েশা (রা.)-র চাদর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল আর এর নাম রাখা হয়েছিল **'উকাব'**। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত আলীকে একটি পতাকা দেওয়া হয়েছিল, তবে সেটি খাইবারে দেওয়া হয়েছিল। এই সফরে উম্মে মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা নবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এই অভিযানে ছয়-সাতজন নারী সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশ নিয়েছিলেন, অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, কুড়ি জন সাহাবী নারী এ গযওয়া-তে অংশ নিয়েছিলেন।

যখন খাইবারের ইহুদিরা মুসলমান সেনাদের উপস্থিতির কথা জানতে পারল, তখন তারা একটি প্রতিনিধি দল প্রস্তুত করে আশেপাশের যোদ্ধা গোত্রগুলির কাছে সাহায্যের জন্য পাঠায়। 'গোত্র মুরাহ্' দূরদর্শিতা দেখিয়ে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে গোত্র বনু আসাদ এবং বনু গাথফান যোদ্ধাদের দল নিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়। হুযূর (আই.) বলেন, এর বিস্তারিত বিবরণ আগামীতে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে হুযূর (আই.) সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী তিনজনের স্মৃতিচারণ করেন। মণ্ডি বাহাউদ্দীনের জনাব মুহাম্মদ আশরাফ এবং কেনিয়ার নায়েব আমীর-২ মুহাম্মদ হাবীব মুহাম্মদ শাতরী সাহেব এবং জিম্বাবোয়ের একটি জামা'তের প্রেসিডেন্ট আনোবি মিদিঙ্গা সাহবের স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের মাগফিরাত ও উচ্চ পদামর্যাদার জন্য দোয়া করেন এবং নামায শেষে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

31 January 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....P.O.....
Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat